২৭/৭/২০০৪

পৃষ্ঠা ২৩

প্রশ্ন ফাঁসের ব্যবসা !

কামরুল হাসান/মুনতাসীর মারুফ

স্কুলের চেয়ে বেশি জনপ্রিয় এখন স্কুলের কোচিং করানো শিক্ষকটির নাম। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা গৌণ হয়ে আসছে দিন দিন। নামকাওয়াস্তে স্কুল কলেজের হাজিরা খাতায় হাজির থাকলেই হলো, পরীক্ষা পাসের সব দায়দায়িত্ব প্রাইভেট টিউটর বা কোচিং শিক্ষকদের ওপর। এভাবে অবিভাবক আর শিক্ষার্থীরা মগজ ধোলাই হয়ে প্রায় এক শ' ভাগ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে কোচিং শিক্ষকদের ওপর। এ কারণে মুষ্টিমেয় স্কুলের শিক্ষকের এখন আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা। তাঁদের টিকিটি স্পর্শ করতে হয় কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিয়ে । এদের সহানুভূতি পাওয়া আর মন রক্ষার বিষয়টি জামাই আদরকেও হার মানায়।

সবার অভিযোগ, স্কুলে এখন আর কোন পড়াশোনা হয় না। স্কুল উঠে গেছে

কোচিং সেন্টার চালিয়ে আজ অনেকে কোটিপতি

শিক্ষকের বাড়িতে। তাঁরা কেবল ব্যস্ত কোচিং নিয়ে। কোচিং সেন্টার চালিয়ে অনেকে হয়ে যাচ্ছেন কোটিপতি। যার ফলে স্কুলের চাকরির চেয়ে এখন তাঁদের কাছে কোচিংয়ের গুরুত্ব বেশি। এমনও শোনা যায়, অনেক স্কুল শিক্ষক কোচিংসেন্টারের আড়ালে করেন প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যবসা। তাঁরা পরীক্ষার আগে বলে দেন প্রশ্নপত্র কি আছে।

এ অবস্থা শুধু রাজধানীতে নয়, সারা

অভিভাবক বলেছেন, রাজধানীর কোন স্কুলেই আর বলতে গেলে তেমন কোন পড়াশোনা হয় না। শিক্ষকরা শিক্ষকতার আড়ালে খুঁজে বেড়ান নিজেদের কোচিংয়ের জন্য ছাত্র। অনেক

বিদ্যাবাণিজ্য

অভিভাবক অভিযোগ করে বলেছেন, তাঁদের সন্তানদের স্কুলের শিক্ষকরা বলেন, 'এত ছেলে-মেয়ের মাঝে পড়াশোনা ভাল হবে না, তার চেয়ে বাড়িতে এসো'। এভাবে তাঁরা ক্লাস থেকে ছাত্রছাত্রীদের টেনে নিয়ে আসেন

কোচিং সেন্টারের বাইরে অপেক্ষমাণ অভিভাবক -জনকণ্ঠ

নিজের বাড়িতে। ফলে যে ছাত্র স্কুলে ভাল পড়ত সে এখন পড়াশোনা করছে শিক্ষকের বাড়িতে। এভাবে শিক্ষকের বাড়ি হয়ে গেছে মিনি স্কুল। স্কুলে যেমন ছাত্র ভর্তির ভিড় তেমনি ভিড় শিক্ষকের

বলেন, তাঁদের কাছে না পড়লে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া যায় না। তাঁরা যে সব সাজেশন দেন তাই নাকি পরীক্ষায় আসে। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে, অনেক শিক্ষক নিজের কোচিং ব্যবসার প্রসার ঘটাতে প্রশ্নপত্র কেলেঙ্কারিসহ নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়েন। কয়েক বছর আগে এ ধরনের প্রশ্নপত্র কেলেঙ্কারির সাথে ই-হক নামের এক শিক্ষক জড়িত ছিলেন। পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদও করেছিল। আরেক শিক্ষক রয়েছেন যিনি নিজেকে 'মানিক স্যার' বলে খুলেছেন আরেকটি কোচিং সেন্টার। তাঁর কোচিং সেন্টারের নামটিও 'মানিক স্যার'। নিজেই নিজকে স্যার বলে চালিয়ে দিয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বিভ্রান্ত করে এই শিক্ষক প্রসার ঘটাচ্ছেন তাঁর কোচিং ব্যবসার।

এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে তাঁর নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। মানিক স্যার অবশ্য এর কোন জবাব দেননি। তিনি বলেছেন , এসব খুব সামান্য ব্যাপার, এ নিয়ে কেউ মাথা